বাদল-দিনের দুই-পহরে আকাশ-ঘেরা মেঘের তলে,
শুনছি তোমার কাজ্‌রী-গাথা—মন্‌-আঁধারে মাণিক জ্বলে!
কান্নাসুরে প্রাণের বেদন মধুর করে' তুল্‌ছে কারা?
কাজল-নয়ন সজল তাদের, কণ্ঠে সুখের সুর-ফোয়ারা!
বাদল-বায়ে দুলিয়ে দোলা, লুটিয়ে বেণী পিঠের 'পরে,
তোমার দেয়া গানের ধুয়া বছর-বছর এম্‌নি ধরে!

গৌড়্‌সারং বাজবে না আর? গান-গাওয়া কি থাম্‌ল তবে!
শুক্লা তিথির গান-দশমী অর্দ্ধরাতেই আঁধার হবে!
সেই কথা কি জান্‌তে তুমি?—প্রহর-শেষের মরণ-ছায়া
ঘনিয়ে আসে, দেখলে চেয়ে?—তাই সে এমন করুণ মায়া
ফুটিয়ে দিলে চাঁদের মুখে, সবার-সেরা গর্‌বা-গানে —
প্রাণের নিসুত্‌-নিদ্‌-রাগিণী গাইলে চেয়ে তারার পানে!

ছাতিম-গাছের তলায়-তলায়, পঞ্চমুখী-জবার বনে,
পাপ্‌ড়ি কে আর গুণ্‌বে কবি, মন্দ-মধুর গুঞ্জরণে?
টিয়ার-পালক-সবুজ ক্ষেতে উড়্‌বে যখন শালিক ফিঙা,
ভাদর-ভরা গাঙের কূলে ভিড়্‌বে মকরাঙ্গী ডিঙা—
মা যে তোমার নামটি ধরে' যুগে-যুগেই ফির্‌বে ডেকে!
—গানের মাঝেই মিল্‌বে সাড়া ভাগীরথীর দু'পার থেকে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

কবি সত্যেন্দ্র

অসত্য যত রহিল পড়িয়া সত্য সে গেল চ'লে
বীরের মতন মরণটারে দু-চরণের তলে দ'লে।
যে ভোরের তারা অরুণ রবির উদয়-তোরণ-দোরে—
ঘোষিল বিজয়-কিরণ-শঙ্খ-আরাব প্রথম ভোরে,—
রবির ললাট চুম্বিল যার প্রথম রশ্মি-টীকা
বাদলের বায়ে নিভে গেল হায় দীপ্ত তাহারি শিখা!
মধ্য গগনে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন-হারা,
নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকুল-ধারা,
গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই, নিবে গেছে সব বাতি
হাঁক দিয়া ফেরে ঝড়-তুফানের উতরোল মাতামাতি,

ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁঝের তারায়,
কা'ল যে আছিল মধ্য-গগনে আজি সে কোথায় হারায়?
সাঁঝের তারা সে দিগন্তরের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ত-তোরণ-পার সে দেখায় কিরণের ইসারায়।
মেঘ-তাঞ্জাম কার চলে আর যায় কেঁদে যায় দেয়া,
পরপার-পারাপারে বাঁধা কার কেতকীপাতার খেয়া?
হুতাশিয়া ফেরে পুরবীর বায়ু হরিৎ হুরির দেশে
জর্দ্দাপরীর কনক-কেশর কদম্ব-বন-শেষে।
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ কবি সে আসিবেনা আর ফিরে,
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে।

হেন দুর্দ্দিনে বেদনা-শিখার বিজলী-প্রদীপ জ্বেলে
কাহারে খুঁজিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে?
বারে বারে তব দীপ নিবে যায়, জ্বালো তুমি বারে বারে,
কাঁদন তোমার সে যেন বিশ্বপাতারে চাবুক মারে।
কি ধন খুঁজিছ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগুণ্ঠিতা?
তুমি কি গো সেই সবুজ-শিখার কবির দীপান্বিতা?
কি নেবে গো আর? ঐ নিয়ে যাও চিতার দুমুঠো ছাই,
ডাক দিয়োনাক, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই!
ডাক দিয়োনাক, মূর্চ্ছিতা মাতা ধূলায় পড়িয়া আছে,
কাঁদি ঘুমায়েছে কবির কান্তা জাগিয়া উঠিবে পাছে!

ডাক দিয়োনাক, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই,
গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই!
আসিলে তড়িৎ-তাঞ্জামে কে গো নভতলে তুমি সতী?
সত্য-কবির সত্য-জননী ছন্দ-সরস্বতী?
ঝলসিয়া গেছে দুচোখ মা তার তোরে নিশিদিন ডাকি,
বিদায়ের দিনে কণ্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি'
সাত কোটি এই ভগ্নকণ্ঠে; অবশেষে অভিমানী
ভর দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী।
ডাকিছ কাহারে আকাশ-পানে ও-ব্যাকুল দুহাত তুলে?
কোল মিলেছে মা শ্মশান-চিতায় ঐ ভাগীরথী-কূলে!

'তুলির লিখন' লেখা যে এখনো অরুণ রক্ত-রাগে
ফুল্ল হাসিছে 'ফুলের ফসল' শ্যামার সবুজ-রাগে,
আজিও 'তীর্থ-রেণু ও সলিলে' 'মণি-মঞ্জুষা' ভরা,
'বেণু-বীণা' আর 'কুহু-কেকা' রবে আজো শিহরায় ধরা,
জ্বালিয়া উঠিল 'অভ্র-আবিরী' ফাগুয়ায় 'হোম-শিখা,'
বহ্নি বাসরে টিট্‌কিরি দিয়ে হাসিল 'হসন্তিকা,' —
এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
সত্য-প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যেটা হ'ল ছাই !
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহা-শূন্যে মিলাল ফাঁকা,
সৃজন-দিনের সত্য যে, সে-ই রয়ে গেল চির-আঁকা !

উন্নত-শির কাল-জয়ী মহাকাল হয়ে যোড়-পাণি
স্কন্ধে বিজয়-পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি।
আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি-মাঝে,
খেয়ালী বিধির ডাক এলো তাই চলে গেল আন-কাজে।
ওগো যুগে-যুগে কবি, ও মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান !
ধরায় যে বাণী ধরা নাহি দিল, যে গান রহিল বাকী
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে সত্য সে নহে ফাঁকি।
সব বুঝি ওগো, হারা-ভাতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি.
হয়ত যা গেল চিরকাল তরে হারানু তাহার দাবী।

তাই ভাবি আজ যে শ্যামার শিষ, খঞ্জন-নর্ত্তন
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুনঃ কোন্ নন্দন-বন !
চোখে জল আসে হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এ দেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।
আষাঢ়-রবির তেজোপ্রদীপ্ত তুমি ধূমকেতু-জ্বালা,
শিরে মণি-হার, কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণী-মনসার মালা,
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি তুমি আসিলে হে নির্ভীক,
মরণ-শয়নে চমকি চাহিল বাঙালী নির্নিমিখ।
বাঁশীতে তোমার বিষাণ মন্দ্র রণরণি ওঠে, জয়
মানুষের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয়।

করনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়ায়নি মাথা চির-জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নিক কভু তাই
বল-দর্পীর দণ্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই !
যশ লাভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্ঞান ভীরু-দলে
তুমিই একাকী দামা-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।
মেকীর বাজারে আমরণ তুমি রয়ে গেলে কবি খাঁটী।
মাটীর এ দেহ মাটী হ'ল, তব সত্য হ'ল না মাটী।
আঘাত না খেলে জাগে না যে-দেশ, ছিলে সে দেশের চালক,
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে তূর্য্য-বাদক বালক।

কে দিবে আঘাত ? কে জাগাবে দেশ ? কই সে সত্য-প্রাণ ?
আপনারে হেলা করি' করি মোরা ভগবানে অপমান !
বাঁশী ও বিষাণ নিয়ে গেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,
লোক-দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি !
যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখনি খাতির-দারী,
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করনি, হওনি রাজার দ্বারী।
অত্যাচারকে বলনিক দয়া, বলেছ অত্যাচার,
গড় করনিক নিগড়ের পায়, ভয়েতে মাননি হার।
অচল অটল অগ্নি গর্ভ আগ্নেয়-গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য করেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।

হে মহা-মৌনী, মরণেও তুমি মৌন মাধুরী পিয়া
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছন্দ-করা গীতি নিয়া।
তোমার প্রয়াণে উঠিলনা কবি দেশে কল-কল্লোল,
সুন্দর, শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কোল !
স্বর্গে বাদল-মাদল বাজিল, বিজলি উঠিল মাতি ;
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি-প্রসূন সারাটি রা-তি।
কেহ নাই জাগি' অর্গল-দেওয়া সকল কুটীর দ্বারে,
পুত্র হারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে !
নিশীথ শ্মশানে অভাগিনী এক শ্বেত-বাস-পরিহিতা,
ভাবিছে তাহারি সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালাল ঐ চিতা !
ভগবান ! তুমি চাহিতে পার কি ঐ দুটী নারী পানে ?
জানিনা তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে !

কাজী নজরুল ইস্‌লাম।